দৈনিক বাংলা

তারিখ ...2/11/84...
পৃষ্ঠা ... 8 কলাম ... 1 ...

011

ভুয়া শিক্ষকের বেতন

আমাদের দেশে ভুয়া কৃষক কৃষি ঋণ পেয়ে যান, ভুয়া স্কুল শিক্ষক নিয়মিত বেতন আদায় করেন। এ কোন নতুন ব্যাপার নয় ঠিকই, তাই বলে এই পরিস্থিতিই অনন্তকাল ধরে চলতে থাকবে একথাও নিশ্চয় আমরা মেনে নেব না। কিন্তু দুঃখের বিষয় দেশে এই রকমের ঘটনা প্রবাহে কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। চাঁপাইনবাবগঞ্জ থেকে আমাদের সংবাদদাতা জানিয়েছেন নবাবগঞ্জ সদর উপজেলায় ভুয়া জুনিয়র স্কুলের নামে গত ১৩ বছর ধরে শিক্ষক বেনিফিটের টাকা তোলা হয়েছে। কয়েক মাস আগেও দু-একটি প্রয়োজনীয় স্বাক্ষরযুক্ত বিল জমা দিয়ে ট্রেজারী থেকে ৭২ হাজার টাকা তোলা হয়েছে। তের বছরে এই ভাবে তোলা টাকার পরিমাণ নয় লাখ।

লাখ টাকার ব্যাপার উপেক্ষা করার মত নয়। বিশেষ করে আমাদের দেশের মত গরীব দেশে যেখানে শত সহস্র শিক্ষক সকাল-সন্ধ্যা পরিশ্রম করেও নিয়মিত বেতন পান না। অবশ্য প্রকৃত শিক্ষকরা অনেকে বেতন পাচ্ছেন না, অন্যদিকে ভুয়া শিক্ষকরা বেতন তুলছেন—এই চিত্রে দারিদ্র্যের চেয়ে যা প্রকট সে হল অব্যবস্থা, বিশৃংখলা, নীতিহীনতা। পাবনার প্রাথমিক শিক্ষকরা অভিযোগ করেছেন তারা দীর্ঘদিন নিয়মিত বেতন এবং অন্যান্য ভাতা পান না। উপজেলা শিক্ষা অফিসে নিয়মিত নজরানা দেয়া না হলে বদলী বেতন বন্ধ ইত্যাদি হুমকির মোকাবিলা করতে হয়। অর্থাৎ অব্যবস্থাতো আছেই, সেই সঙ্গে দুর্নীতিও জোর চলছে।

সমাজের সর্বস্তরে যখন দুর্নীতি রয়েছে তখন শিক্ষা বিভাগকে বিচ্ছিন্ন কিছু ভাবা যায় না। আমরা ব্যবস্থাপনার কথাই বলব। প্রশাসনিক কাঠামোর দুর্বলতার কথা বলব। তের বছর ধরে ট্রেজারী থেকে লাখ লাখ টাকা তোলা হল আর কেউ তা টের পেল না, এরকম ঘটনা কেমন করে ঘটে? দুর্নীতির সহযোগী দু একজন থাকতে পারে। কিন্তু এত টাকার ঘাটতি অন্যদের চোখে ধরা পড়ল না, এ কেমন কথা। অঢেল টাকা থাকলে এ ঔদাসীন্য বোঝা যেত, কিন্তু অবস্থা তো সেরকম নয়।

আমরা মনে করি এই পরিস্থিতিতে যা সবচেয়ে জরুরী সে হল ব্যবস্থাপনা। কঠোর ব্যবস্থাপনায় দুর্নীতিও টিকতে পারে না। আমাদের দেশের শিক্ষা খাতে এবং অন্যান্য খাতেও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।